

**Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)****A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture**

Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 845 - 853

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

‘স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস’ : উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বিকল্প ইতিহাসের নির্মাণ

অনন্যা অধিকারী

গবেষক, বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID : ananya.adhikari.8937@gmail.com**Received Date** 20. 12. 2024**Selection Date** 01. 02. 2025**Keyword**

Bengali
literature,
Nineteenth
Century,
Historiography,
Historical
Consciousness,
Memory,
Speculative
Fiction, Alternate
History, Utopia,
Narrative,
Bhudeb
Mukhopadhyay.

Abstract

In the second half of the Twentieth century, after the disastrous Second World War, a type of fiction became popular - Alternative history or Allohstory. It is a retrospection of history with an alternate narrative. Although the history of Alternate History fiction leads back to the Nineteenth century. Nineteenth-century Bengal was going through several massive changes- be it political, economic or social. As the century proceeded, the English-educated Bengalis emerged with a piece of new world knowledge. They got acquainted with European history, literature and culture. As they were trying to navigate their way, finding their existence in this ever-evolving new world, a world dealing with the Industrial Revolution followed by the Scientific Revolution, they realised we had a deficient historiography. The many years of memory, that we carried through stories were not documented as history. We got the idea of historical thinking and became conscious of History. The early Nineteenth-century Bengali literature reflects this historical consciousness. We see Alternative History fiction parallels Historical fiction. But allohistorical narratives are infrequent in Bengali literature. Bhudeb Mukhopadhyay wrote this rare story. If the Third Battle of Panipat were to conclude differently what would have happened? What would have happened if The Maratha Confederacy secured the triumph? How the socio-political history of India would appear? Could India also become a Household name in this fierce place called World Politics? Does it become a utopian narrative? Bhudeb Mukhopadhyay creates. With the Allohistorical narrative frame in mind, we excavate this literary piece- ‘Swapnalabdha Bharatbarsher Itihas’.

Discussion

বিকল্প ইতিহাসের ইতিহাস : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বসাহিত্যে অল্টারনেটিভ হিস্ট্রি বা বিকল্প ইতিহাসের গল্প বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। বেশিরভাগ গল্পের মূল কাহিনিতে ছিল এমন একটি ইতিহাসের কল্পনা যেখানে হয় ফ্যায়েরার হিসেবে হিটলারের উত্থান আটকে দেওয়া সম্ভব হয়েছে অথবা কল্পনা করা হয়েছে এমন এক পৃথিবীর, যেখানে হিটলারের

জন্মই হয়নি। এমন গল্পও আছে যেখানে দেখা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করছে অক্ষশক্তি, ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সমস্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সমীকরণ যাচ্ছে পালটে।

এই জাতীয় কাহিনিগুলিকে আমরা স্পেকুলেটিভ ফিকশনের অন্তর্গত করতে পারি। এই ধরনের কাহিনির সূত্রপাত খাতায় কলমে উনিশ শতকে দেখা যায়। বেশিরভাগ গবেষকদের মতে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে বেরোচ্ছে প্রথম বিকল্প ইতিহাসের উপন্যাস- Charles Renouvier-এর লেখা ‘Uchronie’। তবে তারও আগে ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে এই বিষয়ে প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের উপন্যাস লেখা হয়েছিল বলে জানাচ্ছেন গবেষক Karen Hallekson -

“The alternate history did not exist in Western literature until 1836. This year saw the first novel length alternate history, Louis-Napoleon Geoffroy-Chateau’s *Napoleon et la conquete du monde 1812-1832, histoire de la monarchie universelle*, better known simply as *Napoleon apocryphe*. This text follows Napoleon as he crushes all opposition and becomes emperor of the known world, finally dying in 1832.”^১

তবে এই বিকল্প ইতিহাসের চিন্তার সূত্রপাত উনিশ শতকীয় নয়। এই ভাবনা বহুকালের, পাকাল অবধি ভেবেছিলেন ক্লিওপেট্রার নাক একটু কম টিকালো হলে ইতিহাস বদলে যেতে পারত।^২ কী হলে কী হতে পারত তা ইতিহাস তৈরির প্রাক্কালে লেখকরা প্রায়ই ভেবে থাকতেন, হেরোডাসও এর ব্যতিক্রম নন -

“As a genre of narrative representation, alternate history is an age-old phenomenon. Indeed, it traces its roots back to the origins of Western historiography itself. No less a figure than the Greek historian Herodotus speculated about the possible consequences of the Persians defeating the Greeks at Marathon in the year 490 B.C.E.”^৩

এই ধরনের স্পেকুলেশন কেবল মজা করার জন্য নয়, আবার আকাশ কুসুম কল্পনাও নয়। এই ধরনের চিন্তা ইতিহাস চেননা তৈরির কাজে লেগেছে, অতীতকে পড়বার দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছে, ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাব সত্ত্বেও ইতিহাস নির্মাণের কাজে সাহায্য করেছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ের ঐতিহাসিকরা, বিশেষত উনিশ শতকের ইতিহাস লেখকেরা এই স্পেকুলেশন বা অনুমাননির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলেন, এই ধরনের কাঠামোকে তারা একরকম নাকচ করে দিলেন -

“Yet, with the rise of modern “scientific” historiography in the nineteenth century, allohistorical reasoning became stigmatized as empirically unverifiable and was banished to the realm of lighthearted cocktail party conversations and parlor games.”^৪

এরপর থেকে বিকল্প ইতিহাসকে আলাদা নজরে দেখা হতে থাকে, কেবল আজগুবি গল্প ছাড়া এর আর কোনো গুরুত্ব থাকেনা। উনিশ শতকের বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের যুগে, যুক্তিবাদের আবহে ‘স্পেকুলেটিভ’ চিন্তাকে নাকচ করা হয়। অথচ এর এক শতকের মধ্যেই ঘটবে দুটি বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বিকল্প ইতিহাস শুধু মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে তা নয়, বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করবে। এমনটা ঘটল কেন? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময়ের নিয়মে যা পরিবর্তন ঘটানোর তা তো ঘটিয়ে ছিলই- রাজনৈতিক ক্ষমতার জটিল সমীকরণের পরিবর্তন, অর্থনৈতিক পরিবর্তন এর একটা অংশ। তার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্ব, নৈতিকতার প্রতি মানুষ আস্থা হারালো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা মানুষকে চমকে দিয়েছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তার সমস্ত সীমা পার করে গেল। এই পরিবর্তন সমাজে, সাহিত্যে, দৃশ্যমাধ্যমে যে নামে ধরা আছে তা হল- ‘পোস্টমডার্নিজম’।^৫ নাৎসি জার্মানি, হলোকাস্ট ও পরমাণু বোমার দাপটে গোটা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার যে সম্ভাবনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহে তৈরি হয়েছিল তাতে পুরোনো সমস্ত বাঁধাধরা নিয়মকে উপড়ে ফেলার মানসিক পরিস্থিতি তৈরি হয়। ব্যক্তিবিশেষ, অভিজাত চক্র থেকে বেরিয়ে জনগণের সংস্কৃতি বড় হয়ে ওঠে।^৬ এই সময়ের নানা বৈজ্ঞানিক গবেষণাও একমাত্রিক, পরিণামবাদী অভিমুখ থেকে সরে আসে। যে ‘ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স’ নিজেকে বস্তুজগতের সর্বময় কর্তা মনে করত, আধুনিক পদার্থবিদ্যা তার সেই আসন টলিয়ে দিল। এইসব সামাজিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক পরিবর্তনের ফলে বিকল্প ইতিহাসের পরিসর স্বীকৃত হতে থাকে -

“Beyond the influence of postmodernism, recent scientific trends have further promoted allohistorical thinking. Ever since the appearance of Einstein’s theory of relativity and Heisenberg’s uncertainty principle, modern science has been moving away from determinism and towards a belief in indeterminacy. The notion of “complexity Theory” or “chaos theory”, which asserts that some universal laws are so complex that they appear to be chaotic or random in appearance, has lessened the appeal of deterministic explanations of history.”⁹

১৯৬০ পরবর্তী সময়ে এই বিকল্প ইতিহাসের কাহিনির বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করার অন্যতম কারণ তাই। এই ধারাটি যখন ইউরোপে উপন্যাসে আত্মপ্রকাশ করছিল, তার সমকালে বাংলা সাহিত্যে বিকল্প ইতিহাসের কাহিনি নির্মাণ করেছিলেন এক বাঙালি, ভুদেব মুখোপাধ্যায়। তিনি যখন এই কাহিনি লিখেছিলেন তখন বিকল্প ইতিহাস নিয়ে কোনো গবেষণার অবকাশ ছিল না। আজ যখন এই ধারাটি সাহিত্যে নিজের জায়গা তৈরি করেছে, একে ঘিরে নানা তত্ত্ব, ধারণা তৈরি হয়েছে, সেই গবেষণার ইতিহাসকে সামনে রেখে আমরা ভুদেব বাবুর এই নির্মাণকে ফিরে দেখব।

বাঙালির ইতিহাস চেতনার নির্মাণ : উনিশ শতকে বাঙালি প্রথম বুঝতে পারল তাদের কোনো ইতিহাস নেই। যা আছে তা কাহিনি অথবা রাজ-রাজড়াদের জীবনী। এর মধ্যে ঐতিহাসিক উপাদান ঠিকই আছে, কিন্তু তা ইতিহাস নয়। উপরিপর এই রচনাগুলি পক্ষপাতদুষ্টও বটে, কোনো এক রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি, কাজেই যা তথ্য রয়েছে তা যাচাইয়ের প্রয়োজন পড়ে। ইতিহাস রচনার বিবিধ উপকরণ থাকা সত্ত্বেও আমাদের কোনো ইতিহাস রচিত হয়নি। তার কারণ, উনিশ শতকের আগে আমাদের ইতিহাস বা ইতিহাস রচনা সম্পর্কে ধারণা ছিল না। ইতিহাস লেখা কেন প্রয়োজনীয় তা নিয়ে উনিশ শতকে ইউরোপে নানান আলোচনা হয়েছে। এরমধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় কথাটি বলেছিলেন ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দের সমকালে রাস্কো। তিনি বলেছিলেন ‘ঐতিহাসিকের কর্তব্য হলো, “আসলে কীরকম ছিল ঠিক তা-ই দেখানো”।’^{১০} আসল সত্যটা সামনে আনতে ঐতিহাসিক বা ইতিহাস লেখককে তথ্য ঝাড়াই বাছাই করে নিজের মতো সাজিয়ে নিতে হয়। কারণ কোন তথ্য ইতিহাস তৈরির কাজে লাগবে তা শুধুমাত্র ইতিহাস লেখকই ঠিক করেন। এই যে আসলে কী হয়েছিল তা খুঁজে বের করার চেষ্টা, তারপর সেই তথ্য দিয়ে সাজিয়ে তোলা ইতিহাস-এই ধারণা আমাদের ছিল না। এমন হওয়ার কারণ কী হতে পারে? বরুণ চক্রবর্তী তাঁর ‘টুডে’র রাজস্থান’ বইতে বলছেন -

“এর কারণ মুখ্যত দ্বিবিধ-প্রথমত যথার্থ ঐতিহাসিক চেতনার অভাব, দ্বিতীয়ত অধ্যাত্ম মানসিকতা। দীর্ঘকাল ধরে আমরা এই ভাবনার দ্বারা চালিত হয়ে এসেছি যে আমাদের গৌরব করার মত কিছুই নেই, কারণ প্রকৃতপক্ষে যা কিছু আমাদের দ্বারা সাধিত হয় তার মূলে আছে দৈবানুকম্পা। মানুষ নিমিত্ত মাত্র, দেবতার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে মানুষেরপক্ষে বড় বা ছোট কোন কাজই সমাধা করা সম্ভব নয়। এজন্য আমরা দীর্ঘকাল ধরে দেবতার মাহাত্ম্যকীর্তন করে এসেছি। এমন কি সাহিত্য বলতেও দেব-বন্দনাকে দীর্ঘকাল ধরে বুঝিয়ে এসেছি। ইউরোপের মানুষের সঙ্গে ভারতবর্ষের মানুষের এখানে একটা মূল পার্থক্য রয়ে গেছে। ইউরোপীয়রা নিজেদের শক্তি ও দান সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে যেখানে সচেতন, আমরা ভারতবর্ষের মানুষরা সেক্ষেত্রে এই আত্মসচেতনতা সম্পর্কে, নিজেদের কৃতিত্ব সম্পর্কে গৌরবাগ্নিত হওয়াকে অসমীচীন বলে মনে করে এসেছি।”^{১১}

কিন্তু উনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি যখন বিশ্ব ইতিহাস পড়তে শুরু করল, যখন তারা ইংরেজদের ইতিহাস পড়ল, রোমানদের ইতিহাস পড়ল, গ্রীসের ইতিহাস পড়ল-তখন তারা পড়ল অস্তিত্ব সংকটে। অপরদিকে এই লিখিত ইতিহাস না থাকার সুযোগ পুরোপুরি নিতে থাকলেন ইংরেজ ঐতিহাসিকরা। ম্যাকডোনাল্ড সাহেব বলে বসলেন বাঙালির জীবনে এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাক্রমই নেই যা ইতিহাস হতে পারে।^{১২} ইংরেজদের হাত ধরেই প্রথম বাংলার ইতিহাস লেখা হল। ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে স্থাপিত ‘এশিয়াটিক সোসাইটি’ এই কাজে হাত লাগিয়েছিল। ১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দে চার্লস স্টুয়ার্ট প্রথম বাংলার ইতিহাস লিখেছিলেন, ‘হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল’। বলাই বাহুল্য, একে শাসক, তার উপর বিদেশি জাতি তাই তাদের লেখা

ইতিহাস মোটেই বাংলা বা বাঙালির সত্যের কাছাকাছি পৌঁছায়নি। ধীরে ধীরে বাঙালি এই কাজের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়। একটি জাতির ইতিহাস থাকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বন্ধিম আমাদের মনে করিয়ে দেন -

“জাতীয় গর্বের কারণ লৌকিক ইতিহাসের সৃষ্টি বা উন্নতি; ইতিহাস সামাজিক বিজ্ঞানের এবং সামাজিক উচ্চাশয়ের একটি মূল। ইতিহাসবিহীন জাতির দুঃখ অসীম। এমন দুই একজন হতভাগ্য আছে যে, পিতৃপিতামহের নাম জানেনা; এবং এমন দুই এক হতভাগ্য জাতি আছে যে, কীর্তিমন্ত পূর্বপুরুষগণের কীর্তি অবগত নহে। সেই হতভাগ্য জাতিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য বাঙালি।”^{১১}

এই ইতিহাসচেতনা জেগে ওঠার ফলে বাঙালি নিজেদের ইতিহাস রচনায় ব্রতী হয় তা দেখতে পাওয়া যায়। কাহিনি, গল্প, জীবনী আমাদের কাছে প্রচুর মজুত ছিলই, সেই তথ্য থেকে ইতিহাস আহরণের কাজ চলতে থাকে, অপরদিকে প্রত্নতত্ত্ববিদরা অনেক নতুন তথ্য সামনে নিয়ে আসেন। ব্যক্তিগত উদ্যোগ ছাড়াও উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে ইতিহাসের পাঠ্য বইও লেখা হচ্ছিল পুরোদমে, যেমন- ‘আসাম বুরঞ্জী (১৮২৯), প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়-মার্শম্যান (১৮৩০), গ্রীসদেশের ইতিহাস-স্কেটমোহন মুখোপাধ্যায় (১৮৩৩), ভারতবর্ষের ইতিহাস-গোপাললাল মিত্র (১৮৪০), বাঙ্গালার ইতিহাস-গোবিন্দচন্দ্র সেন (১৮৪০), বাঙ্গালার ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগ - ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮৪৮), ভারতবর্ষীয় ইতিহাস সার সংগ্রহ, সারাবলি-নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫১)’।^{১২}

এই পর্বের ইতিহাস রচনা ও জাতির ইতিহাস নিয়ে যে সচেতনতা তৈরি হয়েছিল তার প্রভাব সদ্য লিখিত গদ্যসাহিত্যেও পড়েছিল। কাজেই বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের আবির্ভাবের কালে আমরা ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রাদুর্ভাবই লক্ষ্য করব। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন -

“ক্রমপরিণতির দিক দিয়া বোধ হয় ঐতিহাসিক উপন্যাসই সামাজিক উপন্যাসের পূর্ববর্তী। আমাদের বাস্তব-পর্যবেক্ষণশক্তি উপন্যাস-ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিকশিত হইবার পূর্বেই আমরা ইতিহাসের কল্পনায়, অনেকটা অবাস্তব রাজ্যে স্বচ্ছন্দগতিতে বিচরণ করিতে ছিলাম। উপন্যাস রচনার প্রাথমিক যুগে সামাজিক অপেক্ষা ঐতিহাসিক উপন্যাসই যে অধিকসংখ্যায় রচিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ঐতিহাসিক উপন্যাস গুলি সত্য ও কল্পনার, সাধারণ ও অসাধারণের, এমন কি প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের একটি অদ্ভুত সংমিশ্রণ; বাস্তব জীবনের সহিত ইহাদের যোগসূত্র নিতান্ত ক্ষীণ, অদৃশ্যপ্রায় ছিল।”^{১৩}

একথা সত্য, ইতিহাস ও কল্পকাহিনির যে তফাৎ রয়েছে তা প্রায়ই উনিশ শতকের রচনায় তেমন স্পষ্ট নয়। কেবী ‘ইতিহাসমালা’ লিখেছিলেন, অথচ তাঁর গল্পগুলি মোটেই ইতিহাস নয়। ‘তোতাকাহিনী’ বা ‘Persian Tales’ - এর অনুবাদের নাম দেওয়া হয়েছিল যথাক্রমে ‘তোতা ইতিহাস’ এবং ‘পারস্য ইতিহাস’।^{১৪} উনিশ শতকে ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার সময় বাঙালি লেখকরা মূলত যে দুটি বই (টডের ‘Annals and Antiquities of Rajasthan’ এবং কন্টারের ‘Romance of History-India’, Vol I & II) দ্বারা অনুপ্রাণিত হতেন, সেগুলিকেও ঠিক ইতিহাস বলা যায় না। প্রাথমিক পর্বের লেখকদের লেখায় এই পার্থক্য বোঝা যেত না। পরবর্তী লেখকরা সচেতন ভাবে ইতিহাস এবং উপন্যাসের পার্থক্য বজায় রাখার চেষ্টা করলেও সবসময় তা বজায় থাকেনি। ঐতিহাসিক তথ্যের অপ্রতুলতা তার একটি কারণ বটে।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানান বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছিলেন ভুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’।^{১৫} এর মধ্যে রয়েছে দুটি কাহিনি - ‘সফল স্বপ্ন’ ও ‘অঙ্গুরীয় বিনিময়’। ভুদেব মুখোপাধ্যায় মূলত প্রবন্ধকার হিসেবে পরিচিত হলেও তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস, ইতিহাসের পাঠ্য বই রচনা করেছেন। ইতিহাস ও ঐতিহাসিক উপন্যাসের তফাৎ সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। এডুকেশন গেজেটে ১২৮২ বঙ্গাব্দের ৬ই কার্তিক থেকে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হত ভুদেব মুখোপাধ্যায়ের ‘স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস’। ১৩০২ বঙ্গাব্দে লেখক কর্তৃক উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।^{১৬} আমাদের আলোচ্য এই রচনাটি ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, ইতিহাসও নয়। ভুদেব মুখোপাধ্যায়ের ‘স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস’- বাংলা সাহিত্যের বিরল বিকল্প ইতিহাসের কাহিনি।

‘স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস’ : বিকল্প ইতিহাস ও ইউটোপিয়ার ধারণা : বিকল্প ইতিহাস কবে থেকে লেখা হচ্ছে, বা কবে জনপ্রিয় হল তা নিয়ে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছি। কিন্তু এই বিকল্প ইতিহাস লেখা কেন হচ্ছে? ইতিহাসের ঘটনাক্রম

বদলানোর কথা আমাদের মাথাতেই বা কেন আসে? তার কারণ অতীতে কী হয়েছিল তার উপর আমাদের বর্তমান নির্ভর করে, আর তাই -

“when we speculate about what might have happened if certain events had or had not occurred in the past, we are really expressing our feelings about the present. We are either grateful that things worked out as they did, or we regret that they did not occur differently. The same concerns are involved in the broader realm of alternative history. Alternative history is inherently presentist.”^{১৭}

অর্থাৎ বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে অতীতের দিকে তাকাচ্ছি, বোঝবার চেষ্টা করছি সেই অতীতকে- কোন ঘটনা বা ঘটনাগুলি আলাদা ঘটলে আমার বর্তমান, বাস্তব অন্যরকম হতে পারত। এর সঙ্গে শুকনো ঐতিহাসিক তথ্যের ততটা যোগাযোগ নেই যতটা আছে স্মৃতির। কারণ -

“The general argument is That fictional visions of altered paths and the consequences they bear for the future are not an end in itself, but must be read as either affirmative or critical comments on the contemporary status quo. Here, the link between Alternative History and memory is especially evident, for, as Siobhan Kattago points out, “memories of the past perhaps tell us more about the present society than about the past. Because memory is a dynamic, fluid activity framed by social groups and located in symbolic places, the activity of remembering is guided by the needs of the present.”^{১৮}

স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসের কাহিনিতে উপরিউক্ত উদ্ধৃতিগুলির প্রয়োগ আমরা দেখতে পাব। এই রচনায় মূলত যে ঐতিহাসিক ঘটনা বদলের উল্লেখ রয়েছে তা হল- পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ। ভারতের ইতিহাসে এই যুদ্ধের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর মারাঠারা হিন্দু সাম্রাজ্য গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু ১৭৬১ খ্রিষ্টাব্দের এই যুদ্ধে তাদের এই স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, মারাঠারা ভারতীয় শক্তি হিসেবে গুরুত্ব হারায়, রঘুনাথ রাওয়ের মত অপদার্থ শাসকের আবির্ভাব হয়। তাদের দুর্বলতা, অন্তর্কলহের সুযোগে ইংরেজরাও বাংলা ও কর্ণাটকে নিজেদের আধিপত্য স্থাপনের সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু সেদিন সেই যুদ্ধের ফলাফল যদি অন্যরকম হত? যদি আফগান নেতা আহম্মদ শাহের কাছে সেদিন মারাঠা বাহিনী হেরে না যেত? তাহলে যে ভুদেব মুখোপাধ্যায় উপনিবেশে বসে বিকল্প ইতিহাসের কাহিনি লিখছেন, সেই তিনি কী স্বাধীন ভারতবর্ষে বাস করতে পারতেন? সেই স্বাধীন দেশের ক্ষমতা থাকত মারাঠাদের হাতে?

কেমন হত সেই স্বপ্নের ভারতবর্ষের চেহারা? সেই কথাই বেশ কিছু অধ্যায়ে তিনি কল্পনা করেছেন। মোট দশটি পরিচ্ছেদে রচনাটি বিভক্ত - ‘পাণিপথের যুদ্ধ’, ‘সাম্রাজ্যের পরিবর্ত’, ‘মূল ব্যবস্থা এবং ব্যবস্থাপকসভা’, ‘উন্নতির পথ মোচন’, ‘বৈদেশিক রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ’, ‘কাণ্যকুব্জের চতুষ্পাঠী’, ‘বারাণসীর বিদ্যালয়’, ‘বাণিজ্য ও উপনিবেশ বিষয়ক’, ‘আতিথ্য উৎসবাদি-বিষয়ক’ এবং ‘আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা’।^{১৯} প্রথম পরিচ্ছেদে পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠা সেনার কাছে আফগান নেতা আহম্মদ শাহ আবদালী পরাজিত হচ্ছেন। ফলে মারাঠা শক্তি সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যের অধিপতি হচ্ছে, ভারতে হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপিত হচ্ছে-তাদের বহুদিনের স্বপ্ন সত্যি হচ্ছে। কিন্তু ক্ষমতা পেয়ে তারা স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠছেন না। তাদের নেতৃত্বে ‘ভারত আবার জগতসভায় শ্রেষ্ঠ আসন’ নিচ্ছে। হিন্দু, মুসলমান, উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারতের সকল নেতৃত্ব শিবজীর বংশধর রামচন্দ্রকে সম্রাট হিসেবে মেনে নিচ্ছেন, তিনি দিল্লির সিংহাসনে বসছেন। এরপরের সবকটি পরিচ্ছেদেই এই নতুন নেতৃত্ব কীভাবে দেশ চালনা করছেন সেই রীতি-নীতির বিস্তৃত বিবরণ দিচ্ছেন লেখক। দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা, বৈদেশিক নীতি, শিক্ষানীতি, বাণিজ্য নীতি, ঔপনিবেশিক নীতি কী হওয়া উচিত তার পরিচয় রয়েছে। নবম ও দশম অধ্যায়ে দেশবাসী কীভাবে নিজেদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য বজায় রেখে নিজেদের উৎকর্ষতার চূড়ান্ত সীমায় নিয়ে যাবেন তা নিয়ে আলোচনা আছে। দশম অধ্যায়ে বিভিন্ন পর্যটক ভারত ভ্রমণে এসে কী দেখেছেন তার কিছু বলক রয়েছে। বলাই বাহুল্য বেশিরভাগ পর্যটকই ইউরোপীয়। তারা প্রত্যেকেই ভারতের প্রশাসনিক, সামাজিক রীতিনীতির প্রভূত প্রশংসা করেছেন। যেমন, একজন রাশিয়ান পর্যটক লেখেন -

“এককালে গ্রীকদিগের মধ্যে যেমন এথিনীয়েরা প্রথমতঃ ব্যক্তিগত অসাধারণ স্বত্বাধিকার বুঝিয়াছিল ভারতবর্ষীয় দিগের মধ্যে এক্ষণে সেইরূপ স্বত্বাধিকার প্রচলিত আছে, কিন্তু যেমন রোমীয়দিগের কর্তৃক বিজিত হইবার পূর্বে স্পার্টার লোকেরা সেরূপ স্বত্বের অধিকারী হইতে পারে নাই, এক্ষণে রুশীয়েরাও সেই-রূপ আছেন।”^{২০}

এক জার্মান পর্যটক লেখেন –

“ইউরোপ খন্ডের সর্বত্র দেখিয়া এবং ইউরোপীয় ইতিবৃত্তের পর্যালোচনা করিয়া আমার সংস্কার হইয়া গিয়াছিল যে মনুষ্যদিগের অন্তঃকরণে অপর সকল বৃত্তি অপেক্ষা স্বার্থপরতা বৃত্তিই অধিকতর প্রবল। কিন্তু দেশের জন্ম বাতাসে গুণেই হউক, আর মিতাহার গুণেই হউক, আর পুরুষানুক্রমিক সুশিক্ষার প্রভাবেই হউক, ভারতবর্ষীয় দিগের অন্তঃকরণে স্বার্থপরতা তেমন প্রবল বলিয়া বোধ হয় না।”^{২১}

একজন মার্কিন পর্যটক লেখেন –

“ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচার করিতে আসিয়া যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে নিতান্ত হতাশ হইতে হইয়াছে। ইহাদিগের ধর্মোপদেশী ব্রাহ্মণদিগের তুলনায় আমরা নিতান্ত অবিদ্য, অপবিত্র এবং অকর্মণ্য লোক। ইহারা আমাদের ধর্মশাস্ত্রেও বিলক্ষণ বুৎপন্ন।”^{২২}

ইংল্যান্ডেরও একজন পর্যটক আছেন যিনি ভারতকে তেমন পছন্দ করেন না, তাও তিনি বলতে বাধ্য হন –

“সত্য বটে, এখানকার নগরগুলি যেমন সমৃদ্ধিশালী তেমন আর কোথাপি নাই। পারীস, রোম, মেড্রিড, বার্লিন, প্রভৃতি ইউরোপের প্রথম শ্রেণীর নগরগুলি এখানকার লক্ষৌ, প্রয়াগ, অযোধ্যা, লাহোর, প্রভৃতির তুল্য নয় বটে।”^{২৩}

‘বৈদেশিক রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ’ নামক পরিচ্ছেদে দেখা যায় ফ্রান্স দেশের সদ্য গড়ে ওঠা প্রজাতন্ত্র-শাসন প্রণালী সম্পর্কে ভারতের সম্রাট অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে বসে কূটনৈতিক আলোচনা করছেন।^{২৪} ‘কান্যকুজের চতুষ্পাঠী’ ও ‘বারাণসীর বিদ্যালয়’ পরিচ্ছেদে দুটি আন্তর্জাতিক মানের চতুষ্পাঠীর বর্ণনা রয়েছে। কান্যকুজের চতুষ্পাঠীতে কেবল সংস্কৃত ভাষা নয়, সেখানে হয় গ্রীক, লাতিন, আরবি।^{২৫} বারাণসীর ত্রিপুরা ভৈরবী পল্লীর প্রধান চতুষ্পাঠীতে নব্য ইউরোপীয় এবং ভারতীয় ভাষাও পড়ানো হয় - ‘ফরাসী, জার্মান, ইটালীয়, ইংরাজী, ফরাসী, হিন্দী’।^{২৬} সেখানে রয়েছে বিভিন্ন চলিত ভাষার বইয়ে সাজানো গ্রন্থাগার। এছাড়াও ওই চতুষ্পাঠীর দক্ষিণ পশ্চিমে আরেকটি বিদ্যালয় রয়েছে যেখানে জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, পদার্থবিদ্যার চর্চা হয়।^{২৭}

এই অধ্যায়গুলিতে তিনি যা বলেছেন তা খুব সুন্দর করে সাজানো। কিন্তু যে আদর্শ ভারতের তিনি নকশা এঁকেছেন তা সত্যি বা বাস্তব কোনোটাই নয়। যে দেশের কল্পনা তাঁর কলমে রয়েছে তা আদর্শ কল্পলোক। এই ধরনের কল্পলোকের ধারণাকে আমরা ‘ইউটোপিয়া’ নাম দিয়ে থাকি-

“The term utopia designates the class of fictional writings that represent an ideal, nonexistent political and social way of Life. It derives from *Utopia* (1515-16), a book written in Latin by the Renaissance humanist Sir Thomas More, which describes a perfect commonwealth.”^{২৮}

ভুদেববাবুর রচনায় ঠিক এমনই একটি আদর্শ রাজনৈতিক, সামাজিক জীবনের খোঁজ পাই, যার বাস্তবে কোন অস্তিত্ব নেই। হিন্দু-মুসলমান একে অপরকে শ্রদ্ধা করে, তারা একে অপরের ধর্মের প্রতি সহিষ্ণু, ভারতের সকল প্রধান ব্যক্তি একত্রিত হয়ে গণতান্ত্রিক ভাবে রাজ্যশাসনের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, তারা সকলে মিলে ইংরেজকে (ক্লাইভকে) ভারতের ক্ষমতা দখল করতে দেয়নি, শালেমার বাগে ফাল্গুন মাসে একটি দরবারে সারা পৃথিবীর দেশগুলির প্রতিনিধিরা ভারতসম্রাটের সঙ্গে পরামর্শ করে দেশের ও বৈদেশিক নীতি ঠিক করছে। এই সবই আকাশ কুসুম কল্পনা বলে মনে হয়। কিন্তু এই কল্পনা তিনি কেন করছেন? তার কারণ বর্তমানে (অর্থাৎ উনিশ শতক, যে সময়ে এটি লেখা হচ্ছিল) যেভাবে শোষিত হয়ে, উপনিবেশের

বাসিন্দা হয়ে, নিজের জীবন, জীবিকা সবকিছুর জন্য পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হচ্ছিল আমাদের, তা কোনো মানুষেরই অভিপ্রেত নয়। সেই কারণেই লেখক ভাবছেন অতীতের কোন ঘটনা আলাদা ঘটলে আমরা উপনিবেশের বাসিন্দা হতাম না, ইংরেজদের হাতে আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হত না। ঠিক সেই কারণেই পাণিপথের যুদ্ধ ছাড়াও আরও কিছু ছোট ইতিহাস বদলের উল্লেখ আছে। যেমন, ‘উন্নতির পথ মোচন’ নামক পরিচ্ছেদে জানা যাচ্ছে ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক বুদ্ধিসম্পন্ন ইংরেজ ‘আলীনগর’ দখল করতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাজীরাও তাদের সব জায়গীর বাজেয়াপ্ত করে নিচ্ছেন, তাদের কলকাতায় দুর্গ নির্মাণ করতে দেননি, এবং কেবলমাত্র ব্যবসায়িক কাজ ছাড়া সমস্ত ক্ষমতা তাদের থেকে নিয়ে নেওয়া হয়েছে।^{৯৯} অর্থাৎ ইংরেজদের উপনিবেশ স্থাপনের স্বপ্ন অধরা রয়ে গেছে। কিন্তু এই ধূর্ত ইংরেজকে যে আটকানো গেছে তার অন্যতম কারণ ভারতীয় নেতৃত্ববর্গের সংহতি ও রাজনৈতিক দক্ষতা- ‘যদি সাম্রাজ্যের অবস্থা পূর্বের ন্যায় বিশৃঙ্খল থাকিত, এবং আমার সহিত এত অধিক সুশিক্ষিত সৈন্য না থাকিত তবে সে কখনই ঐ সকল যুক্তি গ্রহণ করিত না। সে একটি বাঘের বাচ্চা’।^{১০০} আবার ‘বাণিজ্য ও উপনিবেশ বিষয়ক’ পরিচ্ছেদে ভারতের বিদেশি বাণিজ্যে রমরমার প্রসঙ্গ রয়েছে। ইংরেজদের তৈরি শিল্পদ্রব্যের উপর শুল্কের প্রয়োগ করে তাদের স্বাধীন, অবাধ বাণিজ্য রোধ করা হয়েছে। এদেশের কার্পাস সুতো দিয়ে এদেশের ব্যবসায়ীরা কাপড় বুনেছেন, তা নিজের দেশে বিক্রি করেছেন, নিজেদের অর্থনীতি সবল করেছেন। কোনো ‘সম্পদের বহির্গমন’ ঘটেনি। কিন্তু বাণিজ্যের ফলে একদল অধিক ক্ষমতা ভোগ করবেন বাকিরা করবেন না, এই সামাজিক অসাম্য ‘স্বপ্নলব্ধ ভারত’-এর কাম্য নয়। ক্ষমতা আছে বলেই সর্বত্র উপনিবেশ স্থাপন তারা করবেন না, যেখানে উপনিবেশ স্থাপন করবেন সেখানে জমির অধিকার ভোগ করবেন না। এছাড়াও- ‘যে যে দেশে ধনসম্পৃহা বশতঃ বাণিজ্য করিতে যাইবে, সেই দেশের ব্যবস্থার বশীভূত হইয়া চলিবে-আর যে দ্বীপাদিতে মনুষ্যের বসবাস নাই অথবা নিতান্ত অল্প মানুষের বাস সেই সেই দ্বীপ ভিন্ন অপর কোন স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপন করিবে না’।^{১০১} অর্থাৎ উপনিবেশিক জীবনের যে গ্লানি, দুঃখ তা বদলে ফেলার আশা থেকেই এই লেখাটি লেখা হচ্ছে। রচনাটির শেষে ভুদেবাবু সেকথা আমাদের জানান -

“কাল পুরুষ, সূর্য ও চন্দ্রশি দ্বারা পৃথিবী পৃষ্ঠে যে ইতিবৃত্ত লিখিয়া যান, তাঁহার অনুগামিনী স্মৃতি দেবী তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আবৃত্তি করিতে চেষ্টা করেন। আমি ঐ দেবীর ক্রীড়াসখী। ঐ ইতিবৃত্ত আবৃত্তি করিতে সখীর কষ্ট হতেছে বুঝিতে পারিলেই পাঠ ভুলাইয়া দেবার চেষ্টা করিয়া থাকি। সকল সময়ে পারি না, রাত্রিকালে স্বপ্নাবস্থায় প্রায়ই কৃতকার্য হই। আমার নাম আশা”।^{১০২}

শাসকদের, ক্ষমতাসালীনের ইতিহাস সাধারণ মানুষের ইতিহাস নয়। তবু বহুকাল ধরে শাসকদেরই পারস্পরিক রাজনৈতিক সম্পর্ক, ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষা, যুদ্ধ, বিগ্রহ সাধারণ মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। একটি মাত্র যুদ্ধের ফলাফল বদলে গেলে আমাদের বাস্তব বদলে যেতে পারত। যে সভ্যতার লাশ আমরা বয়ে বেড়াচ্ছি, তা বইতে হত না। প্রায় সমস্ত বিকল্প ইতিহাসের কাহিনিতে তাই আমরা বাস্তব নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা দেখতে পাই। ‘স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস’ - এও ঠিক সেই ঘটনাই ঘটবে।

উনিশ শতক পরবর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রতিপত্তি ক্রমশ কমতে থাকে। বিকল্প ইতিহাসের প্রসঙ্গ সেখানে আরও বিরল। কিন্তু অতীতকে ফিরে দেখবার ইচ্ছে কী বাঙালির এরপরে কখনও হয়নি? দেশভাগের পর আমরা কী কখনও ভাবিনি, এই ঘটনা না ঘটলে কী হতে পারত? কিন্তু সেসব কাহিনি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। উনিশ শতকে ভুদেবাবুকে অনেকে প্রফেট ভাবতেন।^{১০৩} রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের সমান্তরালে তাঁর নাম উচ্চারিত হত। তাঁর লেখার প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসে রয়েছে। যে কোনো কারণেই হোক তাকে বাঙালি সেভাবে মনে রাখেনি। আজ আমরা গবেষণার পরিসরে দেখতে পাচ্ছি বিশ্বসাহিত্যে আলোচিত এই অন্য ঘরানার কাহিনির উত্তরাধিকার বাংলা সাহিত্যেও আছে এবং ইউরোপীয় সাহিত্যের সমকালেই তা তৈরি হচ্ছে। উনিশ শতকের বাঙালি অনেক অসাধ্য সাধন করেছিল, ভুদেব মুখোপাধ্যায় তারই একটি স্ফুলিঙ্গের নাম। তাঁর এই কীর্তির প্রতি আমাদের কুর্ণিশ রইল।



Reference:

১. Hallekson, Karen. 'Inventing the Past: A Brief Background of the Alternate History'. *The Alternate History: Refiguring Historical time*. Ohio, The Kent State University Press, 2001, p. 19
২. প্রাণ্ডু, p. 20
৩. D. Rosenfeld, Gavriel. 'Introduction'. *The World Hitler Never Made: Alternate History and the Memory of Nazism*. New York, Cambridge University Press, 2005, p. 5
৪. প্রাণ্ডু, p. 5
৫. Abrams, M.H., and Harpham, Geoffrey Galt. *A Glossary of Literary Terms*. Eleventh Edition. Cengage Learning, p. 227-228
৬. প্রাণ্ডু, p. 228
৭. D. Rosenfeld, Gavriel. 'Introduction'. *The World Hitler Never Made: Alternate History and the Memory of Nazism*. New York: Cambridge University Press, 2005, p. 7
৮. কার, ই এইচ, 'ঐতিহাসিক ও তাঁর তথ্য', *কাকে বলে ইতিহাস?*, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, পৃ. ৩
৯. চক্রবর্তী, বরুণকুমার, "বাঙ্গালীর ইতিহাস চর্চা : টডের জীবনকথা ও 'রাজস্থান' গ্রন্থের গুরুত্ব", *টডের রাজস্থান ও বাঙ্গালা সাহিত্য*, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২
১০. প্রাণ্ডু, পৃ. ৪
১১. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম চন্দ্র, 'বাঙ্গালার ইতিহাস', *বঙ্কিম রচনাবলী*, যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পাদিত), উনবিংশতি মুদ্রণ, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৮৫
১২. দত্ত, বিজিতকুমার, 'বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস', *বাংলাসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস*, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৪
১৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, 'প্রথম যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাস', *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, সপ্তম সংস্করণ, কলকাতা, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৪, পৃ. ২৩
১৪. দত্ত, বিজিতকুমার, 'বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস', *বাংলাসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস*, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা : লি :, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৩
১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, 'প্রথম যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাস', *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, সপ্তম সংস্করণ, কলকাতা, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৪, পৃ. ২২
১৬. মুখোপাধ্যায়, ভুদেব, *স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস*, হুগলি: বুধোদয় যন্ত্রে শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ, ১৩০২ বঙ্গাব্দ
১৭. Rosenfeld, Gavriel. 'Why Do we Ask 'what if?' Reflections on The Functions of Alternate History'. *History and Theory*. Theme Issue 41, December 2002, p. 93
১৮. Schenkel, Guido. 'Alternate Histories: Memory, Counter Memory, Alternate Memory'. *Alternate History-Alternate Memory: Counterfactual Literature in The Context of German Normalization*. 2012, The University of British Columbia (Vancouver), PhD Dissertation, p. 8
১৯. মুখোপাধ্যায়, ভুদেব, *স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস*, হুগলি, বুধোদয় যন্ত্রে শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ, ১৩০২ বঙ্গাব্দ
২০. মুখোপাধ্যায়, ভুদেব, *ভুদেব-রচনাসম্ভার*, প্রথমখণ্ড বিশী (সম্পাদিত), কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৬১
২১. মুখোপাধ্যায়, ভুদেব, *ভুদেব-রচনাসম্ভার*, প্রথমখণ্ড বিশী (সম্পাদিত), কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৬১

২২. মুখোপাধ্যায়, ভুদেব, *ভুদেব-রচনাসম্ভার*, প্রমথনাথ বিশী (সম্পাদিত), কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৬৪
২৩. মুখোপাধ্যায়, ভুদেব, *ভুদেব-রচনাসম্ভার*, প্রমথনাথ বিশী (সম্পাদিত), কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৬৩
২৪. মুখোপাধ্যায়, ভুদেব, ‘পঞ্চম পরিচ্ছেদ: বৈদেশিক রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ’, *ভুদেব-রচনাসম্ভার*, প্রমথনাথ বিশী (সম্পাদিত), কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৪৬ - ৩৪৯
২৫. মুখোপাধ্যায়, ভুদেব, *ভুদেব-রচনাসম্ভার*, প্রমথনাথ বিশী (সম্পাদিত), কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৫০
২৬. মুখোপাধ্যায়, ভুদেব, *ভুদেব-রচনাসম্ভার*, প্রমথনাথ বিশী (সম্পাদিত), কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৫১
২৭. মুখোপাধ্যায়, ভুদেব, *ভুদেব-রচনাসম্ভার*, প্রমথনাথ বিশী (সম্পাদিত), কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৫১
২৮. Abrams, M.H. and Harpham, Geoffrey Galt, *A Glossary of Literary Terms*, Eleventh Edition, Cengage Learning, p. 413
২৯. মুখোপাধ্যায়, ভুদেব, *ভুদেব-রচনাসম্ভার*, প্রমথনাথ বিশী (সম্পাদিত), কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৪৪ - ৩৪৫
৩০. মুখোপাধ্যায়, ভুদেব, *ভুদেব-রচনাসম্ভার*, প্রমথনাথ বিশী (সম্পাদিত), কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৪৫
৩১. মুখোপাধ্যায়, ভুদেব, *ভুদেব-রচনাসম্ভার*, প্রমথনাথ বিশী (সম্পাদিত), কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৫৪-৫৫
৩২. মুখোপাধ্যায়, ভুদেব, *ভুদেব-রচনাসম্ভার*, প্রমথনাথ বিশী (সম্পাদিত), কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৬৬
৩৩. মুখোপাধ্যায়, ভুদেব, ‘ভুদেব মুখোপাধ্যায় : সংস্কারবাদী ও সংস্কারক’, *ভুদেব-রচনাসম্ভার*, প্রমথনাথ বিশী (সম্পাদিত), কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ